বিশ্ব ব্যাংক
তথ্য বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের বার্ড ফ্লু কর্মসূচীতে সহায়তা প্রদান

বিশ্ব ব্যাংক ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর ব্যাপী বাংলাদেশের বার্ড ফ্লু কর্মসূচিকে সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত বার্ড ফ্লু কর্মসূচি নিরীক্ষার কাজ সম্প্রতি শেষ করেছে। প্রস্তাবিত বার্ড ফ্লু কর্মসূচিটির দু'টি অংশ: ক) বার্ড ফ্লু মোকাবেলা প্রস্তুতি ও সাড়াদান প্রকল্প (এআইপিআরপি) এবং খ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (এইচএনপিএসপি) শীর্ষক মানব স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি চলতি প্রকল্পের বার্ড ফ্লু বিষয়ক অংশ।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পশুসম্পদ সেবা অধিদপ্তর এআইপিআরপি বাস্তবায়ন করবে এবং মানবশরীরে বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। বার্ড ফ্লু কর্মসূচির মোট ব্যয় প্রায় ৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দেওয়া হবে চলতি এইচএনপিএসপি প্রকল্প থেকে। এইচএনপিএসপি প্রকল্পটির অর্থায়ন হচ্ছে মূলত বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত আইডিএ ঋণ এবং অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দাতার অনুদান থেকে। এআইপিআরপি-র ব্যয় হবে প্রায় ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ১৯ মিলিয়ন ডলার আসবে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত আইডিএ ঋণের আকারে; ৩ মিলিয়ন বহু- দাতা ট্রাস্ট তহবিল থেকে; এবং প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার আসবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে।

প্রস্তাবিত বার্ড ফ্লু মোকাবেলা প্রস্তুতি ও সাড়াদান প্রকল্প (এআইপিআরপি) মূলত পশুস্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করবে। উদ্যোগটিতে বার্ড ফ্লু প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং মানব শরীরে রোগটির সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পরিকল্পনা করা হবে। এ ছাড়া এর আওতায় রোগ সংক্রমণ তদারকি, রোগ নির্ণয় ক্ষমতা এবং ল্যাবরেটরিভিত্তিক রোগ নির্ণয়ের সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় পশু বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা, পোলট্রি উৎপাদন ও ব্যবসা খাতে জৈব নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অতিথি পাখির আসা-যাওয়া তদারকি ক্ষেত্রেও সহায়তা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যম কর্মীরা যাতে বার্ড ফ্লু সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেন সেজন্য এআইপিআরপি এর জনসচেতনতা ও তথ্যসংযোগ কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় পর্যায়েই গণমাধ্যম কর্মীদের সামর্থ্য বাড়ানোর কাজ করবে। তথ্য ও যোগাযোগ সেবা কার্যক্রমকে এমনভাবে সাজানো হবে যাতে করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল যথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এনজিওসমূহ, নাগরিক সমাজ, ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানি ও এসোসিয়েশনের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কমিউনিটিভিত্তিক সংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পাইলট মডেলও এর আওতায় তৈরি করা হবে।

যোগাযোগ
রিজওয়ান আলম (৮৮০২) ৮১৫-৯০১৫, এক্সটেনশন-৪২৪২
ইমেইল: salam3@worldbank.org

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: www.worldbank.org.bd এবং www.worldbank.org